BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110048

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকগানে বিবাহ প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

Tapan Mahata

PhD Research Scholar, Dept. of History, Vidyasagar University, Paschim Medinipur, West Bengal, India
Email: tapan2015jgm@gmail.com

সারসংক্ষেপ: *জঙ্গল মহল আসলে গানভূম— এখানকার লোকেদের পথ চলতেই নাচ আর কথায় কথায় গান। যেমন আমার আলোচ্য বিষয় জঙ্গলমহলের লোকগানে কুড়মিদের বিবাহ প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা। তাই এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেরা ঝুমুর, টুসু, ভাদু, জাওয়া-করম, অহিরা, জাঁত প্রভৃতি লোকগানের মাধ্যমে তারা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি রীতি নীতি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।*

মূলশব্দ: *জঙ্গল মহল, লোকগান, কুড়মি, বিবাহ, ঝুমুর, করম, ভাদু, টুসু, অহিরা।*

ভূমিকা: মানব সভ্যতায় একটি সুসংহত সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল লোকগান। এই লোকগানকেই বলা হয় লোকায়ত জনপদ ও লোক জীবনের জীবন বেদ, যা হাজার বছর ধরে বয়ে আসা একটি বিশেষ সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃত জীবন কাব্য। জনপদ ও লোকজীবনের নির্যাস এই লোকসংস্কৃতি তথা লোকগানের একটি বিশিষ্ট ধারা বা আঙ্গিক হল বিয়ের গান। তাই আমার আলোচ্য বিষয় হল জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকগানে বিবাহ প্রসঙ্গ। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ, জাতি বা জনগোষ্ঠী পাওয়া যাবে না যে সমাজে বিয়ের গান নেই বা বিয়েতে গান গাওয়া হয় না। তবে এই বিষয়ে জঙ্গলমহলের কুড়মি জনজাতি সমাজ বোধহয় সবার উপরে। এই সমাজের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের লোকগানে বিশেষ করে ঝুমুর, টুসু, ভাদু, জাওয়া-করম ও অহিরা গীতের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠানের সংস্কৃতি, রীতি-নীতি এবং পরবর্তী দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষের ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের কথা খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।[১] যেমন—

ঝুমুর গানে বিবাহ প্রসঙ্গ:

জঙ্গলমহলের সবচেয়ে প্রাচীন এবং জনপ্রিয় গান হল ঝুমুর। এই ঝুমুর গানের মধ্যে সব থেকে প্রাচীন হল 'টাঁইড় ঝুমুর'। সম্ভবত মানুষ যেদিন কথা বলতে শিখল ও মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখল সেই দিন থেকেই সূচনা হয়েছিল টাঁইড় ঝুমুরের। এই এলাকার রুক্ষ পতিত জমিতে ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি চরাতে গিয়ে রাখাল বালক-বালিকারা একদিন যে গানের মধ্যদিয়ে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করত তাই হল টাঁইড় ঝুমুর। তাদের ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, বেদনা, হতাশা, প্রেমপ্রীতি, বিরহ এই গানের বিষয়বস্তু, এই টাঁইড় ঝুমুর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ভাদরিয়া ঝুমুরের এবং ভাদরিয়া ঝুমুর থেকে সৃষ্টি হয়েছে দরবারী ঝুমুরের।

ঝুমুরের সুর মূর্ছনা নরনারীকে করে তুলেছে গৃহহীন। অনেক যুবতী নারী ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ করে ঝুমুর গায়কের হাত ধরে অজানা পথে পাড়ি দিয়েছে। পরে তারাই জীবন-জীবিকার তাগিদে নাচনি ও রসিকে। নাচ যে মানুষকে কতখানি মোহিত করতে পারে তার একটি ঝুমুর গানের উদাহরণ হল—

"ছুটুমুটু আখড়া গটা গাঁয়ে ভেসুরা

নাচ মোর নেহি ছলকে

হিসন গাঁয়ে বিহা কেনে দেল মোকে।"

অর্থাৎ এখানে মেয়েটি বোঝাতে চেয়েছে যে গ্রামটিতে তার বিবাহ হয়েছে সেই গ্রামের নাচের আখড়াটি ছোট এবং সর্ম্পকে সবাই ভাসুর। তাই সে মন প্রাণ খুলে নাচ করতে পারে না। তার কাছে মনে হয়েছে এই বিবাহ অর্থহীন।

অতীতের জঙ্গল মহল তথা বর্তমান ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলায় বসবাসকারী কুড়মি মাহাত সমাজে আজও সাংঘা প্রথা প্রচলিত আছে। যার অর্থ পুনরায় বিবাহ। বিবাহিত নারী বা পুরুষ যখন দ্বিতীয় বা একাধিক বিয়ে করে তখন তাকে 'সাংঘা বিহা' বলা হয়। এই প্রথাকে নিয়ে এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর গান। সামাজিক নিয়ম নীতি মেনে বিয়ে করার তাৎপর্যই আলাদা। সাংঘা বিয়ে করার মধ্যে নারীর যেন মর্যাদা নেই এমনই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে প্রচলিত এই ঝুমুর গানটিতে—

"বিহাইল্যা পুরুষ হইত আগু আগু নিয়ে যাইথ।

সাংঘাল্যা পুরুষের মুহে ছাই,

ছিঁড়া কাপড়ে নিয়ে যায়।"

অর্থাৎ এই ঝুমুর গানের মধ্যদিয়ে মেয়েটি এখানে বোঝাতে চেয়েছে যে সাংঘা বিয়ে করা মেয়েদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। সমাজেও তারা ব্রাত্য বলে পরিগণিত হয়। বাড়ির অত্মীয়-পরিজন তাদের ভালো চোখে দেখে না। এমনই প্রসঙ্গ ফুটে উড়েছে প্রচলিত এই ঝুমুর গানটির মাধ্যমে—

"লোকে বলে ছি ছি আমিবা কর্‍্যেছি কি

হাথে শাঁখা নাকে নথ পর্‍্যেছি

আমি সাংঘা কর্‍্যেছি"[২]

কুড়মি সমাজে মেয়ের বিয়ের দিন সকলেই আনন্দে বিভোর। তবে মেয়েদের আনন্দ যেন অপেক্ষাকৃত বেশি। সাজগোজ নিয়েই তারা ব্যস্ত। নতুন নতুন রঙবেরঙের শাড়ি পরে তাদের নাচ গানের কি বাহার। এমনই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে প্রচলিত এই ঝুমুরটিতে—

"আইজ হামদের বড় মুনুর বিহা গো

আই হামদের বড় মুনুর বিহা।

নানান রঙের শাড়ি পর্‍্যে নাচব্য ঘোমটা দিয়া।"[৩]

কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়েই কি জীবনে সুখ শান্তি আছে। মেয়ের তো বিয়ে হয়েছে নদীর ওপারে। তাই বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগও কম। তার উপরে শশুর ঘরের অভাব-অনটনের সংসার। সেই সঙ্গে স্বামীর অত্যাচার। সেই দুঃখ-দুর্দশার কথা ফুটে উঠে এসেছে এই ঝুমুর গানটিতে—

"নদী পারে বিহা হল্য কাঁদিতে জনম গেল

কেলে কেচে করে জামাইটাই

রংগ। দিদি বুঝে নাই গো বুঝে নাই

খালভরায় ঠুংরু দেখায়।"

"ধান ভানত্যে নাইকো ঢেঁকি কাজে কম্মে গটাই ফাঁকি
আধা রাত্যে কুলহি বুলে যাই।
ভাঙ্গা ঘরে দেখায় তারা অঙ্গভঙ্গি খেপার পারা
নেশা খাল্যে মুহে লাগাম নাই।"[৪]

আবার এই রকম বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য মেয়ে তার মা-বাবাকে দায়ি করেছে। তাই সে মায়ের কাছে অভিযোগের সুরে জানিয়েছে— বরং সে আত্মহত্যা করবে কিন্তু শশুর বাড়িতে আর পা দেবে না। এই প্রসঙ্গে কুড়মি সমাজে প্রচলিত ঝুমুর গানগুলি হল যথা—

১. "কি দেখ্যে মা বিহা দিলি
সনার অঙ্গ ইল্য কালি
কাজ কি আমার এছার প্রাণে
আমি ঝাঁপ দেব জোড়ের বানে।"

২. "আমি মা তোর সাধের বিটি
আর যাব না শ্বশুর বাড়িতে,
তাথ্যে যদি পাঠাও আমায়
মাথা দিব রেল গাড়িতে।"

এমনি অগণিত ঝুমুর গান জঙ্গলমহলের কুড়মি অধ্যুষিত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিবাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে।[৫]

জাওয়া-করম গানে বিবাহ প্রসঙ্গ:

ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর পাঁচ-সাত দিন আগের থেকে জঙ্গলমহলের কুড়মি অধ্যুষিত গ্রাম গঞ্জে মেয়েদের কণ্ঠে শোনা যায় ও দেখা যায় জাওয়া গান ও নৃত্য। এক্ষেত্রে অবিবাহিত মেয়েরা একটি বাঁশের ডালায় বালি ভর্তি করে তাতে কুত্থি, মুগ, ভুট্টা, সরিষা প্রভৃতি শস্য জাতীয় বীজ ছড়িয়ে হলুদ গোলা জল ছেটানো হয়। এর কয়েকদিন পর এই বীজগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং এই জাওয়া-ডালিকে ঘিরে কুড়মি সমাজের মেয়েরা অর্ধবৃত্তাকারে হাত ধরাধরি করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে গানের তালে তালে পা ফেলে নৃত্য করে। তাদের গাওয়া এই সব জাওয়া-করম গানের মধ্যদিয়ে উঠে আসে জীবনের সুখ-দুঃখ, বেদনা, হতাশার মতো নানান প্রসঙ্গ আবার কখনোবা উঠে আসে বিবাহ প্রসঙ্গে শ্বশুর বাড়ি ও বাপের বাড়ির নানান কথা। সেরকমই একটি জাওয়া গান হল—

"বাপে মায়ে বিহা দেল
সাত সমুদ্র পারে।
অহোরে সমুদ্র ভরলঅ—
সমুদ্র ভরলঅ ছয় মাস।
জাওয়া ডালি জাওয়া ডালি
উগলঅ করমা
অহোরে কহয়ে ডালি
কহ ডালি সুখ-দুঃখ বাত।"

আবার অপর দিকে বোন দাদাকে ছেড়ে বিয়ের পরে শশুর বাড়ি চলে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে দাদাকে বোন জিজ্ঞেস করছে তুমি আমাকে কোন পরবে নিয়ে আসবে আর কোন পরবে বিদায় দেবে? এই প্রশ্নের উত্তরে দাদা জাওয়া ও করম গানের মধ্যদিয়ে জানিয়েছেন যে—

"করম পরবে বহিন আনব্য লেগবরে

জিতিয়া পরবে বহিন করবে বিদাই।"

অর্থাৎ বোন তোকে করম পরবে নিয়ে আসব আর জিতা পরবে দিব বিদাই।

আবার বোন দাদার কাছে জানতে চেয়েছে—

"কি আ খাওয়াবে দাদা কি আ পিঁধাউবে রে

কি আ দেইএ দাদা করবে বিদাই।"

অর্থাৎ দাদা তুমি কি খাওয়াবে? আর কি দেবে পরিধান।

দাদা উত্তরে জানিয়েছেন যে—

"ভাত খাওয়াব বহিন লুগুআ পিঁধাউব রে

ডালা দেইরে করব বিদাই।"

অর্থাৎ বোন তোকে ভাত খাওয়াব, কাপড় পরতে দেব আর ডালা দিয়ে দেব বিদাই। এই গানের শেষে বোন অভিযোগের সুরে দাদাকে জানিয়েছে যে—

"সভে খাওয়ালে দাদা না খাওয়ালে ঘিমা রে

আরকি দেখাবি দাদা আগইটাঁড়ের সীমারে।"

অর্থাৎ দাদা বোনকে সবই খাইয়েছে কিন্তু ঘিমা শাক খাওয়ায়নি— বোনের মনে এই আক্ষেপ থেকে গেছে। বোনের এই কথা শুনে দাদাও কিছুটা লজ্জা পেয়েছে। পরের বছর বোন আর তার দাদার গ্রাম আগইটাঁইড় আসতে পারবে কিনা ঠিক নেই।

এই কথা শুনে দাদা বোনকে জানাচ্ছে—

"কেনে নাই আসিবি বহিন হামার গাঁয়ে সীমারে

তোর দুয়ারে লাগাই দিব ঘিমারি বাগান রে।"

জাওয়া করম-এর এই সব গানে ভাই বোনের মধুর সর্ম্পকের কথা সহজ-সরল ভাষায় উঠে এসেছে।

মেয়েরা যখন বাবা-মায়ের কাছে থাকে তখনই আনন্দ। আর বিয়ে যদি হয় দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাহলে মনে দুশ্চিন্তা থেকেই যায়। সে কথাই উঠে এসেছে নীচের জাওয়া গানের দুটি লাইনে—

"এক পুয়া সুরগুঞ্জা ফুটে লালে লাল গো

বিটি ছেল্যার ধূরে বিহা কাঁদিছে অন্তর গো।

কুড়মি সমাজের মেয়েরা বিয়ের পর সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে করম পরবে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য। জাওয়া-করমের রাতে তারা সকলে মিলেমিশে নাচে গানে আখড়া মাতিয়ে তোলে। তারা এদিন স্বাধীন। তাই বিয়ে হওয়ার পর প্রথম প্রথম

তাদের শশুর বাড়িতে মন বসে না। বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য মন ছটপট করতে থাকে। সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য হৃদয় হয়ে ওঠে ব্যাকুল। তাই ভাদ্র মাস পড়ার সাথে সাথেই স্বামীকে জানায়—

"পড়িল ভাদর মাস লাগিল নৈহরের আশ

দিনা চারি সঞা যাওত নৈহর গো।"

অর্থাৎ, ভাদ্র মাস পড়ে গেল। বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে তার মনে। দিন চারেকের মতো বাপের বাড়িতে থাকবে। কোন কোন শশুর বাড়ির লোক নতুন বউকে ছাড়তে চায় না। জোর করে আটকে রাখতে চায়। আর শ্বশুর-শাশুড়ির অমতে যাওয়ার মতো সাধ্য তার নেই। তাই একরাশ হতাশার সুরে গেয়ে ওঠে—

"ইদ করম লজকাল্য দাদা আল্য লিতে গো

শ্বাশুড়ি ননদী বাদী নাই যাত্যে দিল গো।"

অর্থাৎ, এই জাওয়া-করম গানের মধ্য দিয়ে নারী জীবনের অসহায়তার কথা এভাবেই উঠে এসেছে।[৬]

টুসু গানে বিবাঙ্গ প্রসঙ্গ:

জঙ্গল মহলের কুড়মি অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি কৃষিকেন্দ্রিক সুপ্রাচীন উৎসব হল টুসু পরব। টুসু আসলে হল শস্যের উৎসব। এই উৎসবটি মূলত অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে শুরু হয় এবং পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির পুন্যলগ্নে তা শেষ হয়। কুড়মি, রাজোয়াড়, বাউরি, ডোম প্রভৃতি জনজাতির মেয়েরা একটি মাটির সরাতে নতুন ধানের তুষ রেখে তাতে পাঁচ থেকে সাতটি বাছুরের গোররের ঢেলা রেখে সিঁন্দুরের দাগ দিয়ে টুসু পাঁতে। সরাটিকে আতপ চালের গুঁড়ো থেকে তৈরি সাদা রং দিয়ে গাবানো হয়। অন্য আর একটি সরা তার উপরে বসানো হয় এবং গাঁদা ফুল দিয়ে এটিকে সাজানো হয়। প্রতি সন্ধ্যায় এই টুসুকে ঘিরে মেয়েরা গান করে। এই গানগুলি তারা মুখে মুখেই রচনা করে। অনেকে আবার মা-ঠাকুমাদের মুখে-মুখে শুনে মনে রাখে। এই ভাবেই মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের কথা উঠে আসে টুসু গানে। কোন কোন টুসু গানে থাকে বিবাহ ও বিবাহ পরবর্তী নারী জীবনের প্রসঙ্গ—

"আমি বিটির বিহা দিব কেমনে

নাই আমার টাকা কড়ি

সে ত সকলেই জানে।

এখন পণের টাকা

কথায় আমি পাই

বিটির বিহা দিয়া হল্য দায়।"

অর্থাৎ অতীতে জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের মেয়ের বিবাহে পণ প্রথা প্রসঙ্গটি তাদেরকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল। পণের টাকার অভাবে কত সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয়নি। শ্বশুর বাড়ির গঞ্জনা সইতে না পেরে মেয়েরা বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। পণের টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে না পারার বেদনা উঠে এসেছে প্রচলিত এই টুসু গানটির মধ্য দিয়ে।

"বিটি বিহায় গেল টুসু হামার ভিটা মাটি গো।

শাশুড়ি ননদী মাগী ঝগড়া ঝাটি করে গো।

বিটির হল্য ঘর করা দায় আমি ভাব্যে মরি গো।।"

অর্থাৎ, এই টুসু গানের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে যে— মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাপের ভিটে-মাটি সবই বিক্রয় হয়ে গেছে। সব কিছু দিয়েও মেয়ের জীবনে শান্তি নেই। শাশুড়ি ননদীর সাথে ঝগড়া-ঝাটি লেগেই আছে।

"বাপে মায়ে বিহা দিল ভাল শ্বশুর ঘর দেখ্যে।

জনম গেল মাড়ে ভাতে এখন রইব আমি কি মতে।"

অর্থাৎ, এই টুসু গানের মাধ্যমে উঠে এসেছে যে বিবাহিত মেয়ের জীবনের দুর্দশার কথা। বাবা-মা মেয়েকে ভাল ঘর দেখেই বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এত যে অভাবের সংসার তা ভেবে কূল কিনারা পায় না মেয়ে। সে শ্বশুর বাড়িতে থাকবে কীভাবে? কারণ শ্বশুর বাড়িতে তাকে বেশিরভাগ দিন ফ্যান ভাত খেয়েই জীবন কাটাতে হয়।

"এমন ঘরে বিহা দিলি মা

মাথার সিন্দুর টুকুই সার।

এক বেলা মিনসা খাত্যে দিয়ে

খবর যে লেয় না আর।।"

অর্থাৎ জঙ্গল মহলের কুড়মি সমাজের প্রচলিত এই টুসু গানটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বিবাহ পরবর্তী নারী জীবনের দুর্দশার কথা। এখানে মেয়েটি তার বাবা-মায়ের নিকট অভিযোগ করছে যে এমন বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ যার দু'বেলা খাওয়ানোর সামর্থ নেই।

"তুই যে মাগো বিহা দিলি বড় নদীর ওপারে

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে

মনটা কেমন করে উড়ে যায়্যে বসব মাঝা ঘরে।।"

অর্থাৎ এই টুসু গানের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে যে টুসুমণির বিয়ে হয়েছে নদী পারে। তাই ইচ্ছে থাকলেও বার বার বাপের বাড়ি আসার সুযোগ নেই। কিন্তু পৌষ পরব এলেই বাপের ঘর যাওয়ার জন্য মেয়ের মন ছটপট করে। মা-বাবা মেয়েকে নিতেও আসেনি সেই আক্ষেপ উঠে এসেছে।

অনান্য লোক গানের মতো টুসু গানেও বিবাহকে কেন্দ্র করে অজস্র টুসু গান জঙ্গল মহলের কুড়মি সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।[৭]

ভাদু গানে বিবাহ প্রসঙ্গ:

টুসু পরবের মতো জঙ্গল মহলের কুড়মি অধ্যুষিত গ্রাম গঞ্জে ভাদ্র মাসে ভাদু পরব বা ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভাদ্র মাস জুড়ে পালিত হলেও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ভাদু পরব অনুষ্ঠিত হয়। টুসুর মতো মা-বাবারা ভাদুকে ঘরের মেয়ের মর্যাদা দিয়েছে। মেয়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাপ-মা সচেষ্ট হয়েছে মেয়ের বিয়ে দিতে। আবার তার সঙ্গী-সাথীরাও ভাদুকে বিয়ে করার জন্য আবদার করছে। কিন্তু ভাদু বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। সে কথাই উঠে এসেছে নীচের গানটিতে—

"ভাদু আপন ভুলে কেন বিয়ে করবে না তাই বল খুলে।

নবীনা প্রেমিকা ভাদুগো কেমনে আছো ভুলে।।

নবীন প্রাণে বঁধুর সনে শুভ বরণ কর্য়ে লে।

বর এসেছে কত শত লো তোরে দেখিবার ছলে।।

যদি রসিক দেখ্যে করবি বিহা, মনের মতন চিনে লে।

আজ বড় শুভ নিশি লো, শুভ মালা বদলে।।"

আবার কোন কোন গানে উঠে এসেছে ভাদুর বরের সন্ধান প্রসঙ্গে। ভালো বরের বড়োই অভাব। তারই প্রকাশ নীচের ভাদু গানে—

"যদি ভালো জামাই পেতাম।

আজকে রাত্যে ভাদুর বিয়ে দিতাম।"[৮]

অবশেষে কুড়মি সমাজের ঘরের মেয়ে ভাদুর বিবাহের দিন এসে পড়েছে। বাড়ির সকলেই ব্যস্ত বাসর সাজাতে। গরুর গাড়িতে করে বর আসছে। বর আসার পরে কি কি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার একটি বিবরণ আমরা খুঁজে পাই কুড়মি সমাজে প্রচলিত নিচের এই ভাদু গানটিতে—

"হৈল গো ভোর আল্য গো বর চাপ্যে গোরুর গড়িতে।

বরের দোষ দিব না মোরা মারুতি নাই গো গটা ভারতে।

বর নিয়ে যা বর নিয়ে যা যা গো ছামড়া তলাতে।

আকন ফুলের মালা গাঁথে দাও গো বরের গলাতে।।

যত পালকিবহা কাহারগুলা ছাড়িল পালকি বহিতে।

পালকিগুলা রইল তুলা সবার গুহাল আড়াচে।।

এখন বরে লাও গো ঘরে বৈসাও ছামড়া তলাতে।

কন্যা আন্যে দাও গো বিহা এই ভোর রাত্যে।।"[৯]

আবার বিবাহের সময় ভাদু কি কি গহনা নেবে তার একটি তালিকা আমরা খুঁজে পাই নিচের দেওয়া ভাদু গানটিতে—

"পাঁচজনারই মাঝে মালা দুজনে বোদল করে।

হাতের উপর হাত চাপায়ে বামুনে মন্ত্র পড়ে।।

কি কি গয়না লিবে তুমরা বল গো ছামড়াতলে।

তবে যায়্যে বায়না দিব পুরুল্যার পোদ্দার ঘরে।।

হার লিব মাকুড়ি লিব নাকে লিব নাসিকা।

নত লিব, নত টানা লিব টানাতে বসা পতনা।।

সব গয়না দিলে তুমরা কই দিলে গো অনন্ত।

আমাদে দেখবার শোভা তোমাদের সাজন্ত।।"

এভাবে অন্যান্য লোকগানের মতো অজস্র ভাদু গানেও রয়েছে বিবাহের নানান প্রসঙ্গ।[১০]

অহিরা গানে বিবাহ প্রসঙ্গ:

কার্তিক মাসের অমবস্যার তিথিতে জঙ্গল মহলের কুড়মি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে পালিত হয় বাঁদনা পরব। বাঁদনা শব্দটির উৎপত্তি বন্দনা শব্দ থেকে। আসলে গো-বন্দনা। যে প্রাণীটির কঠোর পরিশ্রমের ফলে ধান ঘরে আসে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে তাকে সেবা যত্ন করার উদ্দেশ্যে পালিত হয় বাঁদনা পরব। মূলত পাঁচ দিনের এই অনুষ্ঠান। এই উৎসবেরই একটা প্রধান অঙ্গ হল অহিরা গান। তবে এই গান কেবল গো-বন্দনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-নিরাশার কথাও উঠে আসে এইসব লোকগানের মাধ্যমে। সাধারণতঃ বিজয়া দশমীর দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় এই গান গাওয়া। চলতে থাকে বাঁদনা পরব পর্যন্ত। জঙ্গল মহলের কুড়মি, কড়া, শবর, মাহালি প্রভৃতি জনজাতির লোকেরা এই গানে অংশ নেয়। অমবস্যার রাতে যারা অহিরা গান গেয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘোরে তাকে ধাঁগড় বলে। ধাঁগড়ের দল প্রশ্নোত্তরের আকারে এই গান গেয়ে থাকে। এই অহিরা গানের বিষয়বস্তু নানান প্রসঙ্গের সাথে সাথে বিয়ের নানা কথা উঠে আসে। যেমন—

প্রশ্ন: "অহিরে কতিদূরে আওয়ে হাথি বল ঘোড়ারে, বাবুহো
কতিদূরে আওয় রে বইরাত।
কতিদূরে আওয়ে নয়না সুন্দর বর
চাঁদে সুরুযে টলমল।"

উত্তর: "অহিরে বিশ কোশে আওয়ে হাথি বল ঘোড়ারে বাবুহো
দশ কোশে আওয়ে বইরাত।
পাঁচ কোশে আওয়ে নয়না সুন্দর বর
চাঁদে সুরুযে টলমল।"

অর্থাৎ, এই অহিরা গানের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কত দূর থেকে আসছে হাতি ঘোড়া, বরযাত্রী এবং সুন্দর বর (পাত্র) যার রূপ চাঁদ-সূর্যের মতো টলমল করছে। এই প্রশ্নের উত্তরে জানানো হচ্ছে যে কুড়ি ক্রোশ দূর থেকে আসছে হাতি, ঘোড়া, দশ ক্রোশ দূর থেকে আসছে বরযাত্রী আর পাঁচ ক্রোশ দূর থেকে আসছে সুন্দর বর (পাত্র) যার রূপ চাঁদ ও সূর্যের মতো টলমল করছে।

প্রশ্ন: "কাঁহা আনি রাখব হাথি বল ঘোড়ারে বাবুহো
কাঁহা আমি রাখব বইরাত।
কাঁহা আমি রাখব নয়না সুন্দর বর
চাঁদে সুরুযে টলমল।।"

উত্তর: "গোয়াল ঘরে রাখব হাথি বল ঘোড়ারে বাবুহো
আঙনায় তো রাখব বইরাত।
মহল ঘরে রাখব নয়না সুন্দর বর
চাঁদে সুরুযে টলমল।"

অর্থাৎ এই অহিরা গানের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে কোথায় রাখব হাতি, ঘোড়া, কোথায় রাখব বরবাত্রী। কোথায় রাখব সুন্দর বর যার রূপ চাঁদ-সূর্যের মতো টলমল করছে। এর উত্তরে জানানো হচ্ছে যে, গোয়াল ঘরে রাখব হাতি, ঘোড়া; আঙিনায় রাখব বরযাত্রী এবং কোঠা বাড়িতে রাখব সুন্দর বর যার রূপ চাঁদ-সূর্যের মতো টলমল করছে।[১১]

প্রশ্ন: "কিয়া দিয়ে বধাব হাথি বল ঘোড়ারে বাবুহো
কিয়া দিয়ে বধাব বইরাত।
কিয়া দিয়ে বধাব নয়না সুন্দর বর
চাঁদে সুরুযে টলমল।"

উত্তর: "ঘাসে পাতে বধাব হাথিবল ঘোড়ারে বাবুহো
ডাইলে ভাতে বধাব বইরাত।
বিটি দিয়ে বধাব নয়ান সুন্দর বর
চাঁদে সুরুযে টলমল।"

অর্থাৎ কি দিয়ে খুশি করব হাতি ঘোড়া, কি দিয়ে খুশি করব বরযাত্রী, কি দিয়ে খুশি করব সুন্দর বর যার রূপ চাঁদ সূর্যের মতো টলমল করছে। উত্তরে জানাচ্ছে যে— ঘাস, পাতা দিয়ে খুশি করব হাতি ঘোড়া, ডাল ভাত দিয়ে খুশি করব বরযাত্রী, আর কন্যাদানে খুশি করব সুন্দর বর যার রূপ চাঁদ সূর্যের মতো টলমল করছে।

নীচের দেওয়া অহিরা গানে মেয়ে তার মাকে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় জিজ্ঞেস করছে—

প্রশ্ন: "কৈসে ভরি লেবে মাগো দুবি-ন ধান রে বাবু হো।
কৈসে ভরি লেবে গো সিন্দুর।
কৈসে ভরি লেবে মাগো রায়অ সরিসা
কৈসে ভরি লেবে গঙ্গাজল।"

উত্তর: "সুপে ভরি লেবে মাগো দুবি-ন ধান রে বাবু হো
কোটা ভরি লেবে গো সিন্দুর।
সরাই ভরি লেবে মাগো রায়অ সরিসা
ঘটি ভরি লেবে গঙ্গাজল।।"

অর্থাৎ কিসে নেব মাগো ধান কিসে ভরে নেব সিন্দুর। কিসে করে নেব রাই সরিসা কিসে ভরে নেব গঙ্গাজল। উত্তরে জানাচ্ছে যে, কুলোতে ভরে নেব ধান, কোটায় ভরে নেব সিন্দুর আর সরাই বা মাটির পাত্রে ভরে নেব সরিসা এবং ঘটিতে নেব গঙ্গাজল।

ধাঁগড়ের দল এই সব গান গাইতে গাইতে ঢোল, মাদলে বোল তোলে। সারা রাত গান করে বাড়ি বাড়ি ঘোরে অমাবস্যার রাতে। বিনিময়ে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী তাদের খই, পিঠে, টাকা পয়সা দেয়। আহিরা গানে এভাবেই মেতে ওঠে জঙ্গল মহল অঞ্চলের কুড়মি সম্প্রদায়ের চাষা ভুষার দল। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এই উৎসব হল কর্ষণের দিক দিয়ে পরিসমাপ্তি পর্ব। এই ভাবে কুড়মি সমাজের অন্যান্য লোকগানের মতো অজস্র অহিরা গানে রয়েছে বিবাহের নানান প্রসঙ্গ।[১২]

পরিশেষে বলা যায় যে, জঙ্গল মহল অঞ্চলের কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেদের বাৎসরিক জীবন চক্র হল এদের প্রতি মাসে পরব-পার্বন, নেগ-নেগাচার, সামাজিক ক্রিয়া-কর্মগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মূল উপাচার হল লোকগীত নৃত্য। বিয়ের গান হল তার মধ্যে অন্যতম। কুড়মালি সংস্কৃতির লোকগানের ধারায় বিবাহের গান নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন পর্যায়ের গান। গানের ভাষা, সুর, ছন্দ, সাহিত্য, রীতি তা প্রমাণ করে। সুর ও গানের বহু মৌলিক দিক এতে লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণা আজও হয়নি। বিয়ের মধ্য দিয়েই একটি সমাজ চলমান থাকে। সুস্থ ও সঠিক বিবাহের উপর নির্ভর করে সুস্থ দাম্পত্য জীবন। যে সুস্থ দম্পতি উপহার দেয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। তাই বিবাহ হেলাফেলার বিষয় নয়। তাই জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেদের বিবাহ ও তার দর্শন এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও অনুসরণীয় হতে পারে। আর বিবাহের গান তার প্রাণের মন্ত্র।

তথ্যসূত্র:

১. পুরুলিয়ার বিহা-গীত (মানভূম অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবাহের রীতিনীতি ও গান), সম্পা. সুভাষ রায়, রাঢ় প্রকাশন, সিউড়ি, বীরভূম, ডিসেম্বর, ২০২৫, পৃ. ১১৫

২. তদেব, পৃ. ৬৮-৬৯

৩. পুরুলিয়ার বার মাইসা সঙ্গীত, শ্রীভক্ত মাহাত, প্রকাশিকা- সিন্ধুবালা দেবী, কেন্দরি, বরাবাজার, ১লা মাঘ ১৪১০, পৃ. ১৫৪

৪. কৃত্তিবাস কর্মকারের লোকসংগীত টুসু ও ঝুমুর, সম্পা. ড. দয়াময় রায়, মানভূম সংবাদ পাব. প্রা. লি., ২০২৩, পৃ. ৮৩

৫. নির্বাচিত ঝুমুর সমগ্র, সম্পা. কিরীটি মাহাত, শ্রমিক সেন, ক্রিয়েটিভ এসোসিয়েটস, কল- ৪৯, শ্রাবণ ১৪১১, পৃ. ২১৩

৬. পুরুলিয়ার বিহা-গীত (মানভূম অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবাহের রীতিনীতি ও গান), সম্পা. সুভাষ রায়, রাঢ় প্রকাশন, সিউড়ি, বীরভূম, ডিসেম্বর, ২০২৫, পৃ. ৭১-৭৩

৭. তদেব, পৃ. ৭৪-৭৫

৮. তদেব, পৃ. ৭৬-৭৭

৯. তদেব, পৃ. ৭৮

১০. মানভূমের ভাদু গান, সংগ্রহ ও সম্পাদনা- মধুসূদন মাজী, তথাগত, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯, ২০২৩, পৃ. ১৩

১১. পুরুলিয়ার বিহা-গীত (মানভূম অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবাহের রীতিনীতি ও গান), সম্পা. সুভাষ রায়, রাঢ় প্রকাশন, সিউড়ি, বীরভূম, ডিসেম্বর, ২০২৫, পৃ. ৭৯

১২. তদেব, পৃ. ৮০-৮১

গ্রন্থপঞ্জি:

১. পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি, ড. সুভাষ রায়, বর্ণালী, কলকাতা-৯, ২০১৫

২. পুরুলিয়ার বার মাইসা সঙ্গীত, শ্রীভক্ত মাহাত, প্রকাশিকা- সিন্ধুবালা দেবী, কেন্দরি, বরাবাজার, ১লা মাঘ ১৪১০

৩. মানভূমের ভাদু গান, সংগ্রহ ও সম্পাদনা- মধুসূদন মাজী, তথাগত, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯, ২০২৩

৪. কৃত্তিবাস কর্মকারের লোকসংগীত টুসু ও ঝুমুর, সম্পা. ড. দয়াময় রায়, মানভূম সংবাদ পাব. প্রা. লি., ২০২৩

৫. নির্বাচিত ঝুমুর সমগ্র, সম্পা. কিরীটি মাহাত, শ্রমিক সেন, ক্রিয়েটিভ এসোসিয়েটস, কল- ৪৯, শ্রাবণ ১৪১১

৬. কুড়মালি করম কথা, সুনীল কুমার মাহাত, পুরুলিয়া জনবিকাশ মঞ্চ, হুচুকপাড়া, পুরুলিয়া, এপ্রিল, ২০২৪

৭. ঝুমুর ও চর্যাপদ, কিরীটি মাহাত, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৯

৮. মানভূমের নন্দিত নিন্দিত নাচনী নাচ ও ঝুমুর, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, বহারনগর দর্পণ, কলকাতা- ৯০, নভেম্বর, ২০২৪

৯. পুরুলিয়ার বিহা-গীত (মানভূম অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবাহের রীতিনীতি ও গান), সম্পা. সুভাষ রায়, রাঢ় প্রকাশন, সিউড়ি, বীরভূম, ডিসেম্বর, ২০২৫

১০. আমার টুসু তুমার টুসু (গীতি আলেখ্য), সৃষ্টিধর মাহাত (বঁশরিয়ার), প্রকাশক- শিবশঙ্কর সিং, জানুয়ারি, ২০২০

১১. জাউআ ডালি, কিরিটি মাহাত, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, পুরুইলা, মার্চ, ২০১৫

১২. ঝুমুর কথা ঝুমুর গীতি সংগ্রহ, Edited by Amitava Bhattacharya, Biplab Chowdhuri, Utpal Das, Sneha Bhattacharyya, I LAND INFORMATICS LIMITED, October, 2022

১৩. ঝুমুর সমগ্র, কিরীটি মাহাত (সম্পা.),অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১

১৪. ‘করম’ এক প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি, সুমিত্রা মাহাত, বর্ণমালা, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, মার্চ, ২০২৫ (পরিমার্জিত)

১৫. ঝুমুর পরিক্রমা, কিরীটি মাহাত, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, প্রথম প্রকাশ, ১লা ডিসেম্বর, ২০১৯

১৬. মানভূম ঝুমুর সমগ্র (প্রথম খণ্ড), ড.সুভাষ রায়, প্রকাশক- অপর্ণা বসাক, প্রথম প্রকাশ, পুরুলিয়া বইমেলা, ২০২৪

Citation: **Mahata. T.,** (2025) “জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকগানে বিবাহ প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.